দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের অভাবে প্রকল্পের কাজ বন্ধ

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ৭ হাজার শিক্ষিকা নিয়োগ অনিশ্চিত

মোস্তাক মোবারকী

গ্রামীণ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ৭ হাজার শিক্ষিকা নিয়োগ হবে। এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য বিদেশী কনসালটেন্ট আসছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই কনসালটেন্টদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স না দেয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ফলে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষিকা নিয়োগ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থ সাহায্যে গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে দেশের গ্রামাঞ্চলের বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৭ হাজার, শিক্ষিকা নিয়োগ করার কথা। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২শ' ২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ১শ' ৮০ কোটি এবং স্থানীয় মুদ্রা ৪৫ কোটি টাকা। চলতি ১৯৯৬ সালের ১ জুলাই থেকে ২ হাজার ৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৭ অর্থবছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার কথা। প্রতি অর্থবছরে ডিগ্রী পাস ১ হাজার করে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার কথা। চলতি অর্থবছরের ৬ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রমই শুরু করা যায়নি। এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য ৩ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রায় ৩ মাস আগে ঢাকায় এসে বসে আছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বিশেষজ্ঞদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স না দেয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রমই থেমে আছে। ফলে শিক্ষিকা নিয়োগের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূত্রে উল্লেখ করা হয় যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষা গ্রহণার্থে বিদ্যালয়ে তাদের ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মহিলা শিক্ষকদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রতি অভিভাবক এবং ছাত্রীদের আকৃষ্টকরণের জন্যই এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর হবে।

সূত্র জানায়, দেশের ১১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এই ৭ হাজার শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণকালে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে মাসিক ১ হাজার ৫শ' টাকা হারে উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২ হাজার ৫শ' টাকা মূল্যের প্রশিক্ষণ সামগ্রীর একটি কিট প্রদান করারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিয়োগকৃত মহিলা শিক্ষক গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্ততপক্ষে ৪ বছরকাল শিক্ষকতা করতে বাধ্য থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে সেসব স্কুলে ১০ হাজার টাকা মূল্যের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে। মহিলা শিক্ষকদের অবশ্যই ডিগ্রী পাস হতে হবে। যেসব স্কুলে ২ জন বা অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে, সেখানে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।